আরামবাগে তৃণমূলের যুব মাদার দ্বন্দ্বে

লোকসভা ভোটের আগে অক্সিজেন পেতে পারে বিজেপি

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি ঃ পঞ্চায়েত ভোটের প্রক্রিয়ায় স্থগিতাদেশ দিয়েছেন মহামান্য আদালত। এখন কবে ভোট হবে রাজ্য জুড়ে তা নিয়েই চলছে জোর চর্চা। কিন্তু এসবে মন দিতে পারছেন না শাসকদলের হুগলি জেলার নেতৃত্বরা। কারণ আরামবাগ ব্লকে প্রকাশ্যে চলে এসেছে তৃণমূলের মাদার ও যুব'র গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। দলীয় সূত্রের খবর অনুযায়ী আজ অর্থাৎ সোমবার আবার মন্ত্রী অসীমা পাত্রে'র বাড়িতে এই নিয়ে বৈঠক হওয়ার কথা। উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার অসীমা পাত্রের বাড়িতেই তৃণমূল প্রার্থীদের টিকিট বন্টন নিয়ে ক্ষোভের প্রশমন ঘটাতে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক সংগঠিত হয়। খানাকুল, পুরশুড়া ও গোঘাট নিয়ে সমস্যার মোটামুটি একটা সমাধান হলেও আরামবাগ ব্লকে টিকিট বন্টন নিয়ে ক্ষোভের আগুনে জল ঢালা যায়নি। উপরন্তু এই আলোচনার পরেও তৃণমূলের বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী রটাতে থাকেন, তাঁরা প্রার্থী হিসাবে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করবেন না। অনেককেই বলতে শোনা যায় যে, আমরা টিকিট ছাড়াই জিতে এসে দেখাতে পারব যে, আমাদের জনপ্রিয়তা কতখানি বা আমরাই আসল তৃণমূল ইত্যাদি ইত্যাদি। এই দ্বন্দ্বে পুরো ভাগ হয়ে যায় আরামবাগ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূলে আশঙ্কার মেঘ দেখা দেয়। কারণ, আরামবাগ মহকুমায় শুধু নয়, হুগলি জেলা জুড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের দাপট অনস্বীকার্য। সেখানে বিরোধীরা প্রার্থী দেওয়া তো দূরের কথা সিপিএম, বিজেপি ও কংগ্রেসের মতো দল মাথা তুলেই দাঁড়াতে পারেনি। হুগলি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা রাজ্যের মন্ত্রী তপন দাশগুপ্তের সাংগঠনিক নেতৃত্বে একসময়ের লালদুর্গ এই জেলা বর্তমানে প্রায় বিরোধী শূন্য। কিন্তু এই জেলায় যুব সংগঠনের বাড়বাড়ন্তের পরেই শুরু হয় মূল সমস্যা। এতদিন তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি তথা আরামবাগ পুরসভার চেয়ারম্যান স্বপন নন্দীর নির্দেশে ও শাসনে দ্বন্দ্বহীনভাবেই চলছিল আরামবাগ ব্লক। কিন্তু যুব তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় দায়িত্ব পাওয়ার পরেই ধীরে ধীরে যুব নেতৃত্ব হিসাবে উঠে আসে শেখ শাহিদ ইমাম (মহারাজ), কমল কুশারী, পলাশ রায়, আব্দুল আজিজ খান (লাল্টু), নজিবুল করিম, খোকন মল্লিক প্রমুখের নাম। এঁদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে যুবকে শক্তিশালী করে তোলেন বেশকিছু মাদার নেতা। মাদারের সঙ্গে মিছিলে মিটিংয়ে দেখা যায় সমীর ভাণ্ডারী, আব্দুল সেলিম, আব্দুস সুকুরের মতো নেতাদেরও। ঘোষিত হয় পঞ্চায়েত ভোটের দিনক্ষণ। এরপরেই দলের টিকিট পাওয়া নিয়ে শুরু হয় মাদার ও যুব'র মধ্যে চুল টানাটানি। অশান্ত হয়ে ওঠে আরামবাগ ব্লক তৃণমূলের অন্দরমহল। রাজনৈতিকমহল মনে করছে, এর প্রভাব লোকসভা ভোট পর্যন্ত জিইয়ে থাকলে লাভবান হবেন বিজেপি নেতৃত্ব। ভাঙন ধরবে তৃণমূলে। তৃণমূল ছেড়ে লোকসভা ভোটের আগে অনেকেই যোগ দিতে পারেন বিজেপিতে। পঞ্চায়েত স্তরে সংগঠনহীন বিজেপি তখন এই বিক্ষুব্ধ তৃণমূলিদের কাজে লাগাতে শুরু করবে। আরামবাগ ব্লকে ধীরে ধীরে কমবে তৃণমূলের আধিপত্য। রাজনৈতিকমহলের একাংশ এটাও আশঙ্কা করছে যে, এরফলে আরামবাগ মহকুমা জুড়ে বিজেপি'র আধিপত্য কায়েম হলে অবাক হওয়ার তখন কিছু থাকবে। কারণ আরামবাগ মহকুমায় অনেকেই যে তলায় তলায় মুকুল রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে যাচ্ছেন, সেকথা স্বীকার করেছেন মুকুল রায় স্বয়ং। সেক্ষেত্রে মুকুলের একদা ঘনিষ্ঠরা তাঁর হাত ধরেই শক্ত করে তুলবেন আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা বিজেপি'র নেতৃত্বকে। তবে মহকুমা ও আরামবাগ ব্লকের তৃণমূলের কয়েকজন নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক নেতা আক্ষেপের সুরে বললেন, আমাদের যেমন বিরোধী নেই, তেমন আমরাই আমাদের বিরোধী হয়ে উঠছি। এটা বলতে দ্বিধা নেই যে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে উন্নয়নের যে জোয়ার বইছে তাকে প্রচারে না এনে শুধু ক্ষমতা ভোগের জন্য, কোটি কোটি টাকা অর্থ উপার্জনের মাধ্যম হিসাবে দলকে বেছে নিচ্ছেন অনেকে। এতেই বিপত্তি ঘটছে দলটার। এরা একবারও ভাবছে না যে, দলটার ক্ষতি হলে আমাদের আর কোনও দামই থাকবে না। ঘটনা যাই হোক, এখন দেখার আজ মন্ত্রীর ঘরে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে আরামবাগ তৃণমূলের দ্বন্দ্ব মেটাতে পারেন কি না উচ্চনেতৃত্ব, নাকি আগুনে ঘৃতাহুতি দেন, সেটা আজই পরিষ্কার হয়ে যাবে।

পঞ্চায়েত ভোটে জঙ্গলমহল ও খাতড়া জুড়ে এবার জমজমাট লড়াই হবে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ নির্বাচন কবে হবে? মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় বাড়বে কিনা। সেই সিদ্ধান্তের জন্য জেলার জঙ্গলমহল এলাকা অপেক্ষা করতে রাজি নয়। নীল, সাদা, গেরুয়া, লাল সব শিবিরই নেমে পড়েছে লড়াইয়ের ময়দানে। গাজনের দিন শনিবারেও রাজনৈতিক দলগুলির কর্মী ও প্রার্থীদের এলাকায় জনসংযোগে ব্যস্ত থাকতে দেখা গেছে। আদালত যদি নির্দিষ্ট দিন করার পক্ষে রায় দেন সেক্ষেত্রে প্রচারে পিছিয়ে পড়তে হতে পারে এমনই ধারণা সব দলেরই। তাই তারা একটু সময়ও হাতছাড়া করতে রাজি নন। জেলার মধ্যে জঙ্গলমহল এলাকা সহ খাতড়া মহকুমায় ভোট জমে উঠেছে এবার। পঞ্চায়েত নির্বাচনে জেলার অন্য দুই মহকুমা বিষ্ণুপুর ও বাঁকুড়া সদরের তুলনায় অনেক বেশি প্রার্থী মনোনয়ন জমা দিয়েছেন খাতড়ায়। জেলা পরিষদে ৪৬টি আসনে মোট মনোনয়ন জমা পড়েছে ১৩৫টি। বিষ্ণুপুর মহকুমার ১৩টি আসনে ২৬টি, বাঁকুড়া সদরে ১৮টি আসনে ২২টি এবং খাতড়া মহকুমায় ১৫টি আসনে ৮৭টি মনোনয়ন জমা পড়েছে। এবারে নির্বাচনে তৃণমূলের পক্ষ থেকে অধিকাংশ আসনে একাধিক প্রার্থী মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। বিষ্ণুপুরে ২৪টি, বাঁকুড়া সদরে ১৯টি ও খাতড়া মহকুমায় ৩১টি মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে শুধুমাত্র তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষেই। অর্থাৎ জেলা পরিষদের ৪৬টি আসনের জন্য যে ১৩৫টি মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে তারমধ্যে ৭৪টি তৃণমূল কংগ্রেসের। জেলার পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন আধিকারিক সুকুমার বৈদ্য বলেন, জেলা পরিষদের ১৫নং আসন রানিবাঁধে ও ১৩নং খাতড়া আসনে ৯জন করে প্রার্থী রয়েছেন। খাতড়া মহকুমায় বিজেপি ১৮, সিপিএম ১৩, কংগ্রেস ৭ অন্যান্যরা ২০ ও নির্দল ১টি মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। রানিবাঁধের বিধায়ক জ্যোৎস্না মাণ্ডি খাতড়া জেলা পরিষদের ১২নং আসনে প্রার্থী হয়েছেন। জেলাবাসীর ধারণা, এবার জেলাপরিষদের যে বোর্ড তৈরি হবে তাতে জ্যোৎস্না মাণ্ডি'র গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই এই নিয়ে স্থানীয় মানুষদের মধ্যে তৈরি হয়েছে কৌতুহল। তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছেন। বিষ্ণুপুর মহকুমার জয়পুরে জেলা পরিষদের ৩৬নং আসনে রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্যামল সাঁতরার স্ত্রী প্রীতিকণা প্রার্থী হওয়ার পরেও দলের আরও দুই নেতা এমনকি স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি মাধব পোড়েলও মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। অপর দুই প্রার্থীর মধ্যে একজন মন্ত্রীরই ভগ্নীপতী। জেলা পরিষদের ১৪নং আসন রানিবাঁধে বাঁকুড়া জেলা পরিষদের বিদায়ী সহ সভাধিপতি বিভাবতী টুডু মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। এই আসনে কংগ্রেস, বিজেপি, সিপিএম ও এসইউসি প্রার্থী দিয়েছে। তবে জেলা পরিষদের ৩৪নং বিষ্ণুপুর আসনে এবং ৪১নং ইন্দাসে কংগ্রেস প্রার্থী দিয়েছে। ইন্দাসের ৪১নং আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বিদায়ী সভাধিপতি অরূপ চক্রবর্তী এবং সেখানের ব্লক কংগ্রেস সভাপতি বাসুদেব বিশ্বাস। এই প্রসঙ্গে জেলা কংগ্রেস সভাপতি নীলমাধব গুপ্ত ও সহসভাপতি অরূপ ব্যানার্জী বলেন, নিরাপত্তার জন্য বাসুদেববাবু তাঁর মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। ফলে বিষ্ণুপুর মহকুমার একটি আসন ছাড়া বাকি ১২টিতেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। অন্য আসনটিতেও কংগ্রেস মনোনয়ন তুলে নিতে পারে বলে শোনা যাচ্ছে। ফলে বিষ্ণুপুর মহকুমায় নির্বাচন নাও হতে পারে। অন্যদিকে বিজেপির পক্ষে সিমলাপাল থেকে আদিবাসী নেতা চক্রধর মাহাতো মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। সিপিআই(এম) এর পক্ষে প্রাক্তন মন্ত্রী দেবলীনা হেমব্রম খাতড়ায় জেলা পরিষদ আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। এবার জঙ্গলমহলে অনেক আদিবাসীই বিভিন্ন দলে প্রার্থী হয়েছেন।

মন্তেশ্বরে বিজেপি প্রার্থী মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার না করায় বাড়িতে ব্যাপক বোমা, থানায় অভিযোগ

আক্রান্ত বিজেপির প্রার্থী সনকা পাল

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ আসন্ন ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করার বিভিন্ন রকম পন্থা অবলম্বন করেছে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা এমনটাই অভিযোগ বিজেপির। শনিবার রাতে ব্যাপক বোমা মারার ঘটনা ঘটেছে মন্তেশ্বর থানার অন্তর্গত জামনা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন দেওয়ানিয়া গ্রামে। অভিযোগ, মন্তেশ্বর পঞ্চায়েত সমিতির বিজেপি প্রার্থী সনকা পালকে তৃণমূলের লোকেরা মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করার হুমকি দিয়ে গিয়েছিল শনিবার দুপুরবেলা। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার না করলে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকিও দিয়েছিল তারা। বিজেপি প্রার্থী সনকা পাল ওই দুষ্কৃতীদের জানিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি কোনওভাবেই মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করবেন না। দিন গড়িয়ে রাত আসতেই সনকা পালের বাড়িতে রাত বারোটা নাগাদ ব্যাপক বোমাবাজি শুরু করে দুষ্কৃতীরা। দুষ্কৃতীদের বোমার আঘাতে বাড়ির বহু কিছু তছনছ হয়ে গেছে বলে রবিবার সকালে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন বিজেপির প্রার্থী সনকা পাল।

বিজেপির যুব মোর্চার জেলা সভাপতি সৌগত দে অভিযোগ করেছেন, পঞ্চায়েত সমিতি এলাকায় তাঁদের বহু বিজেপি কর্মীর বাড়িতে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করার জন্য চাপ দিয়ে যাচ্ছেন শাসক দলের নেতাকর্মী ও সমর্থকরা।

ইতিমধ্যে তাঁদের দলের দুজন পঞ্চায়েত সমিতির, চারজন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রার্থীর মনোনয়নপত্র জোরপূর্বক প্রত্যাহার করা হয়েছে। সৌগত দে আরও জানিয়েছেন, বামনপাড়ার ঈমান সেখ, কুসুম গ্রামের দীনবন্ধু হাজরা, ধামালিয়া গ্রামের তাপস হাজরা, গুলটে গ্রামের অঞ্জু বাড়ৌ-এর মনোনয়নপত্র জোরপূর্বক ভয় দেখিয়ে প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিদিন রাতের অন্ধকারে বিজেপির প্রার্থীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভয় দেখানো এবং ব্যাপক বোমাবাজি করছে বলে অভিযোগ সৌগত দে-র। তিনি জানিয়েছেন, মন্তেশ্বর পঞ্চায়েত সমিতির গ্রাম পঞ্চায়েতে আসন সংখ্যা ১৭৬টি। এরমধ্যে ভারতীয় জনতা পার্টি শাসকদলের সন্ত্রাসকে উপেক্ষা করে মোট ৮৪টি আসনে প্রার্থী দিয়েছে। অধিকাংশ আসনে শাসকদলের দুষ্কৃতীরা প্রার্থী দিতে ভয় দেখিয়ে মনোনয়নপত্র ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে বলে অভিযোগ।

জেলা পরিষদের আসন তিনটি। তিনটি আসনেই মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন বিজেপির প্রার্থীরা। পঞ্চায়েত সমিতির আসন সংখ্যা ৩৬টি। এরমধ্যে বিজেপির প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন ২০টি আসনে। এর মধ্যে কিছু আসন থেকে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করতে বাধ্য করেছে শাসক দলের লোকজনেরা। পুলিশকে ও নির্বাচন কমিশনারকে বিষয়টি তাঁরা জানিয়েছেন বলেও জানান তিনি। বিজেপির এই ধরনের অভিযোগকে গুরুত্ব দিতে নারাজ তৃণমূলের ব্লক সভাপতি আজিজুল হক। তিনি জানিয়েছেন, বিজেপির বিবাদমান দুই গোষ্ঠীর মধ্যে গণ্ডগোল ও বোমাবাজির ঘটনা ঘটছে, আর দোষ চাপাচ্ছে আমাদের তৃণমূলের কর্মী ও সমর্থকদের নামে। গোটা বিষয়টি আমরা পুলিশকে জানিয়েছি। সঠিক তদন্ত করে পুলিশ ব্যবস্থা নিক।

শিবের মাথায় জল ঢালার উদ্দেশ্যে আরামবাগ স্টেশন থেকে রওনা দিচ্ছেন ভক্তের ঢল।
ছবি ঃ অভিজিৎ মুখার্জী

পুরুলিয়ায় ৩ জনের অস্বাভাবিক মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ পৃথক দুটি এলাকা থেকে এক মহিলা সহ দু'জনের মৃতদেহ উদ্ধার হল পুরুলিয়ায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, শনিবার সন্ধ্যায় হুড়া থানার কুলাবহাল এলাকার একটি চেকড্যামে স্নান করতে গিয়ে জলে তলিয়ে মৃত্যু হয় শ্রীমতী শবর (৪২) নামে এক গৃহবধূর। মৃতার বাড়ি কুলাবহাল গ্রামেই। অন্যদিকে রবিবার সকালে এক যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয় বরাবাজার থানা এলাকা থেকে। মৃতের নাম গৌতম মাহাতো (২৫)। তার বাড়ি বরাবাজার থানার বাঁকাডি গ্রামে। দিন দশেক আগে এক শিশুপুত্রের জন্ম হওয়ায় বর্তমানে ওই যুবকের স্ত্রী বরাবাজার থানার পুড়িয়ারা গ্রামের বাপের বাড়িতে রয়েছেন। এদিন সকালে নিজের বাড়ি থেকে তার ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়। অন্যান্য দিনের মতো শনিবার রাতেও খাওয়া-দাওয়া সেরে নিজের রুমে শুতে চলে যায় গৌতম। কিন্তু রবিবার অনেকবেলা পর্যন্ত সে ঘুমিয়ে না ওঠায় পরিবারের অন্যান্যরা তাকে হাঁক দিয়ে ডাকে। তবুও কোনও সাড়া না পেয়ে শেষ পর্যন্ত দরজা ভেঙে ঘরে ঢোকে বাড়ির লোকজন। ঘরের মধ্যে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে গলায় দড়ির ফাঁস লাগানো তার নিথর দেহ ঝুলতে দেখে বাড়ির লোকেরা। থানায় খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে বরাবাজার থানার পুলিশ গিয়ে দেহটি উদ্ধার করে। দুটি দেহই এদিন ময়না তদন্তের জন্য পুরুলিয়া সদর হাসপাতালে পাঠায় পুলিশ। অন্যদিকে, এক প্রৌঢ়ের মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল পুরুলিয়ার পাড়া থানার আনাড়া এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত ওই ব্যক্তির নাম নৃপেণ চৌবে (৫৬)। তিনি আনাড়া বস্তির বাসিন্দা ছিলেন। রবিবার ভোরে পেশায় রাঁধুনি ওই প্রৌঢ়ের মৃতদেহ আনাড়ার মহাদেবপুর মোড়ের কাছে পুরুলিয়া-বরাকর রাজ্য সড়কের ধারে একটি হোটেলের পিছনে ফাঁকা মাঠে পড়েছিল। প্রাতঃভ্রমণকারীরা তা দেখতে পাওয়ার পর আনাড়া ফাঁড়ি ও পাড়া থানার পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। মৃতদেহের একাধিক জায়গায় কাটা ছেঁড়ার দাগ থাকলেও তা থেকে তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে মনে করছেন না এলাকার মানুষ। তাঁকে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে বলেই এলাকার মানুষের ধারণা। তবে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে দিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ঊষা গ্রামে দুর্ঘটনায় মৃত্যু শিশুর
চিনাকুড়ি থেকে গ্রেফতার বন্দুকসমেত ১

নিজস্ব সংবাদদাতা, আসানসোল ঃ আসানসোল দক্ষিণ থানার ঊষা গ্রামে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলো এক তিন বছরের শিশুর। পুলিশ জানিয়েছে, ওই শিশুর নাম শুভদীপ ব্যানার্জী। এই দিন ঊষা গ্রামে গাড়ির ধাক্কায় এক শিশুর মৃত্যু হয়। এলাকাবাসীর অভিযোগ, গাড়িটি বেপরোয়াভাবে চলায় তার মৃত্যু হয়েছে। ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। অন্যদিকে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে আগ্নেয়াস্ত্রসহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল কুলটি থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার গভীর রাতে খবর পেয়ে কুলটি থানার চিনাকুড়ি এলাকা থেকে কানাইয়া মণ্ডল নামে একজন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। তল্লাশি চালিয়ে তার কাছ থেকে উদ্ধার হয় একটি আগ্নেয়াস্ত্র ও এক রাউন্ড কার্তুজ। রবিবার ধৃতকে আসানসোল আদালতে তোলা হয়।

পারিবারিক বিবাদে মুর্শিদাবাদে আত্মঘাতী দুই

নিজস্ব সংবাদদাতা, কান্দি ঃ পারিবারিক বিবাদের জেরে মুর্শিদাবাদের কান্দি মহকুমার দুই থানা এলাকায় গত ২৪ ঘন্টায় দুই জনের আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে। জানা গেছে, এরমধ্যে একজন সালার থানা এলাকার বাসিন্দা। অন্যজন কান্দি থানা এলাকার বাসিন্দা। পুলিশ দুজনের মৃতদেহ উদ্ধার করে কান্দি মহকুমা হাসপাতালে ময়নাতদন্ত করে পরিবারের লোকেদের হাতে তুলে দিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, প্রথম ঘটনাটি ঘটেছে সালার থানা এলাকার স্বর্ণহাটি গ্রামে। ভাস্কর ঘোষ (৩৩) নামে এক যুবক বাড়ির কাছেই একটি গাছে গলায় দড়ি দেয়। গ্রামের লোক তাকে দেখে উদ্ধার করে সালার হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। অন্য ঘটনাটি ঘটেছে কান্দি থানার হিজলের হরিনগর গ্রামে। সেখানে গলায় দড়ি দিয়েছে একগ্রামবাসী। মৃতের নাম মদনমোহন মণ্ডল (৮০)।

পাত্রী চাই

পাত্র(২৮), ৫ফুট ৯ইঞ্চি, বর্গক্ষত্রিয়, এইচ এস, গ্রামীণ পুলিশ, আরামবাগ মহকুমার মধ্যে তপশিলি জাতির পাত্রী চাই। যোগাযোগ ৯০০৭১৬৪৯৯৪

OUR SPECIALITY
সুচিকিৎসাই আসলকথা...
APEXX
আরামবাগ অ্যাপেক্স ডায়াগনস্টিক এণ্ড হেল্থ কেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড
১। ডায়াগনষ্টিক বিভাগ
২। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুর চেম্বার
৩। ঔষধ দোকান
৪। শল্য চিকিৎসা বিভাগ
৫। জরুরী চিকিৎসা বিভাগ
৬। নার্সিং হোম
পি.সি.সেন মার্কেট দ্বিতল, লিঙ্ক রোড, আরামবাগ, হুগলী, পঃবঃ ৭১২৬০১
Ph. 03211-255867/256867
Mob. 9093965838
e-mail :abgapex@gmail.com
abgapexx@rediffmail.com
আরামবাগ